চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উদ্যোগে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এর নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার হাসান চত্বরে মাস্ক,হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সচেতনতা মূলক মাইক প্রচার করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে দশটার সময় বৈশ্বিক মহামারী করোনার দ্বিতীয় ধাপ মোকাবেলায় শহীদ হাসান চত্বরে দোকানপাট, শপিংমল, হাট বাজারে আসা ব্যক্তি এবং রাস্তায় চলাচলগামী সাধারণ জনতাকে করোনার ভয়াবহতা ও এর ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তার রোধকল্পে সচেতনতা সহ হ্যান্ড স্যানিটাইজার মাক্স ও মাইক প্রচার করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান বলেন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) সার্কেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর নির্দেশনায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

তিনি আরোও বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্দেশনা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে বের হওয়া যাবেনা এবং সকলকে মাস্ক পরিধান করতে অনুরোধ জানান।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ দুই জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৯০৮ জন। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৩৮ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২১ টি। এর মধ্যে ০২ টি পজিটিভ (গাংনী-১, মুজিবনগর-১)। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৫৮৩ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৯০৮ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৬ (সদরে- ১১, গাংনীতে- ১০, মুজিবনগর- ০৫) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৭৯৫ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- গাংনী উপজেলার মাইলমারির রেহেনা খাতুন (৬৩) ও মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়ার আফিরন (৫০)।

কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত

ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়।

পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটির আওয়ামী লীগের দু পক্ষের সংঘর্ষ ও বোমা হামালার ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলায় টুটুল পক্ষের একজন এজাহার ভুক্ত আসামী কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় সাহারবাটি মাঠ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামী হচ্ছেন সাহারবাটি গ্রামের তোকুল হোসেনের ছেলে সাগর আলী(২২)। তাকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গাংনীর সাহারবাটি বাজারে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ ও বোমা হামলার ঘটনায় উভয় পক্ষ দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামী সাগর আলী সাহারবাটি মাঠে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের বিভিত্তে তাকে গ্রেফতার করা হযেছে।

পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। মামলার অন্য আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহে ইজিবাইক ও প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষ -নিহত ৩

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সড়কের দুধসর নামক স্থানে বুধবার বিকালে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, শৈলকুপার ফুলহরি গ্রামের ফজলুর রহমানের স্ত্রী তহুরা খাতুন (২৫), একই উপজেলার গোকুলনগর গ্রামের ছবুর আলীর ছেলে তুহিন (২৮) ও রেনু খাতুন। দুর্ঘটনায় ৪ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা গুরুতর। তাই নিহত’র সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক মারুফ আক্তার জানান।

দুর্ঘটনায় ইজিবাইকটি দুমড়ে মুচড়ে রাস্তার খাদে পড়ে যায়। শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, বুধবার পৌনে বিকাল তিনটার দিকে শৈলকুপার দুধসর নামক স্থানে একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই রেনু নামে এক মহিলা নিহত হন। এ সময় আহত হন ৬ জন। শৈলকুপা দমকল বাহিনীর সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে তহুরা ও তুহিনের মৃত্যু ঘটে। হতাহতরা সবাই ইজিবাইকের যাত্রী বলে পুলিশ ধারণা করছে।

মেহেরপুরে হলুদ তরমুজ চাষে সফলতার স্বপ্ন চাষিদের

দেখতে নয়নাভিরাম আর খেতে সুস্বাদু তৃপ্তি জাতের এই তরমুজ চাষে লাভবান হবার স্বপ্ন দেখছেন সৌখিন চাষি জহুরুল। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর মাঠে হলুদ রঙের এই তরমুজ দেখতে অনেকেই যেমন ভীড় জমাচ্ছে তার খেতে তেমনি এ তরমুজ চাষেও পরামর্শ নিচ্ছেন এলাকার ফল

চাষিরা। কৃষি অফিস বলছে, স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ আর অল্প সময়ে এ তরমুজ চাষে বেশ লাভবান হওয়া সম্ভব।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সবুজ কচি লতাপাতার মাঝে ঝুলছে হলুদ বর্ণের ফল। পাঁকলে ভিতরে টুকটুকে লাল। তৃপ্তি জাতের এই তরমুজ শোভা পাচ্ছে চাষি জহিরুলের খেতে। মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করা এ তরমুজ দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও বেশ সুস্বাদু। অন্যান্য তরমুজের থেকেও বেশ আলাদা। লতার বোটায় বোটায় ঝুলছে কচি ও পাঁকা তরমুজ। জেলায় এই প্রথম এ তরমুজের চাষ হচ্ছে।

চাষি জহিরুল ইসলাম জানান, অনলাইন থেকে উৎসাহিত হয়ে এ তরমুজ চাষের প্রতি আগ্রহী হন জহিরুল। ঠিকানা ও বীজ সংগ্রহ করেন। পরে বিশেষ কায়দায় জমি প্রস্তুত করে বীজ রোপন করেন । কচি ডগা থেকে লতা বেড়ে ওঠা পর্যন্ত কোন বালাই নাশক ব্যবহার করা হয় না। সেক্স ফেরোমিন পদ্ধতিতে বালাই দমন করা হয়। রোপন থেকে ফল পাঁকা পর্যন্ত সময় লাগে ৬০ দিন। বীজ সার মাঁচা আর সুতোর জাল বাবদ প্রতি বিঘা জমিতে খরচ হয় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা । আর তাতে পাওয়া যায় অন্ততঃ দেড় থেকে দু’লাখ টাকা।

চায়না জাতের এ তরমুজ দেখতে দূর দূরান্ত থেকে যেমন লোকজন ভীড় জমাচ্ছে তেমনি ফল চাষিরাও পরামর্শ নিচ্ছেন এ তরমুজ চাষের। পরামর্শ নিতে আসা চাষি ইন্তাজুল জানান, হলুদ তরমুজ চাষের খবর শুনে তিনি পরামর্শ নিতে এসেছেন। অল্প খরচে স্বল্প সময়ে এ তরমুজ চাষে বেশ লাভবান হওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন তিনি। একই কথা জানালেন চাষি কামরুল ইসলাম ও ইয়ারুল।

উপসহকারি কৃষি অফিসার কামরুল ইসলাম জানান, এ অঞ্চলের মাটি তরমুজ চাষের জন্য উপযোগী। চাষি জহিরুল এ অঞ্চলে প্রথম এ তরমুজ আবাদ শুরু করেন। তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। অনেকেই আসছেন এ জাতের তরমুজ চাষের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে। লাভজনক এ তরমুজ চাষের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এবং চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মুজিবনগরে চাষীদের মাঝে কৃষি প্রণোদনা বিতরন

মুজিবনগরে ২০২১-২২ অর্থ বছরে উফশী আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষীদের মাঝে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে মঙ্গলবার দুপুর বারোটার দিকে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গনে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসবো উপস্থিত থেকে প্রণোদনা বিতরনের শুভ উদ্বোধন করেন।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান বায়েজিদ এর সনচালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক(ডিএই)স্বপন কুমার খাঁ।

এ সময় ১৫৫০ জন চাষীর মাঝে ৫ কেজি উফশী আউশ ধান বিজ,২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরনের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুরে প্রান্তিক কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, কৃষি হবে দুর্বার” শ্লোগানে ২০২০-২১ অর্থবছরের খরিপ ১/২১-২২ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৩ হাজার ৭শত জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সার-বীজ বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুর সদর এর উদ্দ্যোগে বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টায় নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উপস্থিত কৃষকের হাতে তুলেদেন জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা কৃষি

সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খান, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মেহেরপুর সদর উপজেলা কর্মকর্তা নাসরিন পারভীন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম ও লতিফুন্নেছা লতা প্রমুখ।

এসময় রোপা আউশ ধান ১বিঘার জন্য ৫ কেজি, ডিএপি ২০ কেজি, এমওপি ১০ কেজি করে জনপ্রতি কৃষকদের বীজ ও রাসায়নিক সার প্রদান করা হয়। জেলায় ৮ হাজার ৪’শ জন প্রান্তিক চাষীদের মাঝে এসকল উপকরণ বিতরণ করা হবে।

দামুড়হুদায় ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা ওরা বন্ধু সংঘের আয়োজনে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার ওরা বন্ধু সংঘের অস্থায়ী কার্যালয়ে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, প্রেসক্লাবের যুগ্ন সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো: সাইফুল ইসলাম, বন্ধু সংঘের সভাপতি সাংবাদিক তানজির ফয়সাল, সহ-সভাপতি আসলাম মিয়া, সাবেক কোষাধ্যক্ষ আমেদ মল্লিক, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, নিউ স্টার ক্লাবের অধিনায়ক শাহীন, ওরা বন্ধু সংঘের সদস্য আলাউদ্দিন, রাকিব ফাউন্ডেশনের সভাপতি আরজু আহমেদ রাকিব, স্থানীয় পত্রিকা বিক্রয় প্রতিনিধি সহিদ আজম সদু, সাহাজাহান প্রমুখ।

দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ শমশের আলি।

দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ

দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন। দরিদ্র দুস্ত ভাসমান ও অস্বচ্ছল মানুষের মানবিক সহায়তা কর্মসূচি আওতায় ১৬৪ জন পরিবারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী দেওয়া উপহার সামগ্রী (ত্রাণ) বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত অতিথিরা বলেন, ‘করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান লকডাউনে দরিদ্র, দুস্থ, ভাসমান এবং অস্বচ্ছল নিম্ন আয়ের মানুষ অসহায় জীবনযাপন করছে। তাদের বিষয়ে চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নের ১৬৪ জন পরিবারের মাঝে এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হলো।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) আশরাফ আলী প্রমুখ।